পূর্বাচলে মাদককাণ্ডে ফের আলোচনায় এশিয়াটিকের নাম



ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পূর্বাচলসংলগ্ন পুলিশ অফিসার্স হাউজিংয়ে অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল্লাহ আল জহিরের বাসায় অভিযান ঘিরে নতুন করে আলোচনায় এসেছে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এশিয়াটিক গ্রুপের নাম। ওই বাসায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতি, তাঁদের পরিচয় এবং আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, এশিয়াটিক গ্রুপের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মাইন্ডশেয়ার, এএমএল ও কমিউনিকেশনের অন্তত ২০ জন কর্মকর্তা ওই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া গ্রামীণফোন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি), প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, ফিলিপ মরিস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও এসিআই মোটরসের কর্মকর্তাদের উপস্থিতির কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের কতজন কর্মকর্তা সেখানে ছিলেন এবং তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল গত সোমবার রাতে ওই বাসায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কয়েকজন উপস্থিত ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৪ থেকে ১৫ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন বলে দাবি করা হলেও তাঁদের পরিচয় ও চলে যাওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

অভিযান শেষে ৮৫ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৫৯ জন পুরুষ ও ২৬ জন নারী। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে পুরুষদের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে তাঁদের আরও তিন দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। নারীদের ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁদেরও অতিরিক্ত তিন দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ২৬ জনকে কাশিমপুর কারাগারে এবং বাকিদের কেরানীগঞ্জে পাঠানো হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ডিবি প্রধান শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, আটক ব্যক্তিদের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। খিলক্ষেত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীমের ভাষ্য অনুযায়ী, আটক ব্যক্তিদের থানায় হস্তান্তর না করে ডিবির তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা ও জরিমানা করা হয়।

সাজাপ্রাপ্তদের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভুল ঠিকানা, পেশা কিংবা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এক পুলিশ কর্মকর্তার দুই মেয়ে, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সন্তান এবং একটি বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থার একজন প্রশিক্ষণার্থী ক্যাপ্টেন থাকার কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

দেবাশীষ পাল ও গুলশান আরার সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখার দাবি

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই আয়োজনের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবাশীষ নারায়ণ পাল ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কাজী গুলশান আরার সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত ১২ অক্টোবর পল্লবী ও বনানী থেকে গ্রেপ্তার হওয়া এই দুই সাবেক সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা ও নিষিদ্ধ সংগঠনের অর্থায়নের সংশ্লিষ্টতা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এসব অভিযোগের পক্ষে বিস্তারিত প্রমাণ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য এতে উল্লেখ করা হয়নি।

ডিবির উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইলিয়াস কবিরের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ডিআইজির বাসায় ডিজে পার্টির আড়ালে মাদকসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলত। অভিযানে গাঁজা, ইয়াবা, মদ, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম ও যৌনসামগ্রী জব্দ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এসব আয়োজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ করা হতো কি না, সে বিষয়েও গোয়েন্দাদের সন্দেহের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২১ সালের ঘটনার প্রসঙ্গও সামনে

এশিয়াটিক গ্রুপের নাম এর আগেও একটি মাদক ও মদ্যপানসংক্রান্ত ঘটনায় আলোচনায় এসেছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২১ সালে ঢাকার কাছে সারা রিসোর্টে এশিয়াটিকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ফরথট পিআর (Forthought PR) ও ব্ল্যাকবোর্ডের আয়োজনে একটি রাতের অনুষ্ঠানে বিষাক্ত মদ্যপানে চারজনের মৃত্যু এবং কয়েকজনের দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঘটনা ঘটে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

নিউ এজ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের বরাতে প্রতিবেদনে নিহতদের মধ্যে ফরথট পিআরের মীর কায়সার ও শিহাব জহির এবং ব্ল্যাকবোর্ডের শরিফুজ্জামান ভূঁইয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তে তৎকালীন প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপের অভিযোগও তোলা হয়েছে। তবে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগের পক্ষে স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য এই প্রতিবেদনে দেওয়া হয়নি।

পূর্বাচলের সাম্প্রতিক অভিযানকে ঘিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় এবং আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলোর উত্তর নির্ভর করছে তদন্তের ফলাফল ও যাচাইযোগ্য তথ্যের ওপর।

সূত্র: সময়ের আলো।